



240287 - আমলে নযিঠার (ইখলাসরে) মূলনীতসিমূহ

প্রশ্ন

বান্দার উচতি য়ে কোনে আমল করার আগে নয়িতকে স্মরণ করা এবং নয়িতকে পরশুদ্ধ করা। এটি কীভাবে করতে হয়?
আপনি য়ে আমল করছেন তা সঠিক এবং একনযিঠাবে আল্লাহর জন্যই সম্পাদতি হচ্ছে তা জানার মূলনীতসিমূহ ও
মাপকাঠিগুলো কী কী?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

আমলে একনযিঠার মূলনীতসিমূহ:

ব্যক্তি কোনে আমল এই উদ্দেশ্যে না করা য়ে, মানুষ তাকে দেখেছে বা তার ব্যাপারে শুনবে।
তার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসা বা নিন্দার সাথে যেনে তার অন্তর জুড়ে না যায়।
আমল প্রকাশ্যে করার চয়ে গোপনে করা তার কাছে বেশি পছন্দনীয় হবে।
প্রসাদি ও খ্যাতরি স্থানগুলো থেকে সে দূরে থাকার চেষ্টা করবে; তবে যদি এর মাঝে কোন শরয়ি কল্যাণ থাকে তাহলে
ভিন্ন কথা।
মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল বাড়িয়ে কথিবা সুন্দরভাবে করবে না।
নজিকে সবসময় অভিযুক্ত করে যাবে; নজিরে কোনে কৃতিত্ব আছে বলে মনে করবে না।
আমল করার পর ঘটতরি কথা অনুভব করে বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে।
নকে কাজ করার জন্য আল্লাহর তৌফিক লাভের দরুন আনন্দতি হবে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নয়িতরে পরশুদ্ধ আমল কবুলরে ভিত্তি

কোনো আমল করার সূচনালগ্নে একজন মুসলমিরে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ য়ে বিষয়টিতে মনোযোগ দয়ো উচতি সটো হচ্ছে
নয়িতরে কথা স্মরণ করা ও নয়িতকে পরশুদ্ধ করা। কারণ আমল কবুল হওয়া কথিবা প্রত্যাখ্যান হওয়া নয়িতরে উপরই



নরিভর করছে। নয়িতকে কনেদ্র করহে অন্তর পরশিদ্ধ হয় কথিবা নষ্ট হয়।

কটে যদি নিজি আমলে সঠিকি নয়িত করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে ভবে দেখতে হবে যে কোন বিষয়টি তাকে এই আমলে প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছে। তার আমলে উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর নির্দেশে পালন করা। এবাই তার নয়িত কেবল আল্লাহর জন্য হবে। এরপর তার কর্তব্য হলো আল্লাহর জন্য একনিস্ঠ এই মূল কর্মপ্রণালীকে সংরক্ষণ করা। তাই আমলকালীন সে অন্যদিকে ফরবে না। তার অন্তর ও নয়িত বদলে ফলেবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে সে ঝুকবে না। অন্য কোনো কছুকে সে অংশীদার করবে না।

আমলে একনিস্ঠতার মূলনীতিসমূহ

বান্দার আমল যে নিষ্টিপূর্ণ এবং সে যে কেবল আল্লাহর জন্য এই আমলটি করছে সেটি সে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মনে চলার মাধ্যমে জানতে সক্ষম হবে:

- ব্যক্তি কোনো কাজ এই উদ্দেশ্যে করবে না যে, মানুষজন তাকে দেখবে এবং তার ব্যাপারে শুনবে।

বুখারী (৬৪৯৯) ও মুসলিম (২৯৮৭) জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি লোক-শুনানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে আল্লাহ তার ব্যাপারে মানুষকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে আল্লাহ তার বিষয়টি দেখিয়ে দিবেন।”

হাফযে ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

খাত্তাবী বলেন: হাদিসটির অর্থ হলো: যে ব্যক্তি ইখলাস তথা নিষ্টি ছাড়া কোনো আমল করবে এবং তার আমলে নছিক উদ্দেশ্য হবে মানুষকে দেখানো ও শোনানো; এর ফলস্বরূপ আল্লাহ তার প্রকৃত অবস্থা জনসম্মুখে ফাঁস করে দিবেন, তাকে কলঙ্কিত করবেন এবং সে যা গোপন করে রেখেছিল তা তিনি প্রকাশ করে দিবেন।

অন্য আরকেটি ব্যাখ্যা হচ্ছে: যে ব্যক্তি তার আমলে মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা পতে চাইবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য করবে না; আল্লাহ তাকে সে সকল মানুষের কাছে আলোচনার পাত্র বানিয়ে দিবেন যাদের কাছে সে মর্যাদা পতে চাইছিল। তবে তার জন্য আখরিতে কোনো নকী থাকবে না।”[ফাতহুল বারী (১১/৩৩৬) থেকে সমাপ্ত]

আল-ইযয ইবনে আব্দুস সালাম বলেন: ‘নকে আমল গোপন রাখা মুস্তাহাব হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অবস্থা হলো: কটে যদি এ উদ্দেশ্যে আমল প্রকাশ করে যাতে তার অনুসরণ করা হয় কথিবা তার থেকে (লোকে) উপকৃত হতে পারে। যমেন: জ্ঞান লিখে রাখা।’[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (১১/৩৩৭)]



- তার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসা অথবা নিন্দার সাথে যেন তার অন্তর জুড়ে না যায়।

ইবনুল কাইয়মি রাহমিহুল্লাহ বলেন: “বান্দার কদম যখন বনিয়রে স্তর স্তর স্থিতিশীল হয় ও সুদৃঢ় হয়; তখন তার হিম্মত উন্নত হয় এবং তার আত্মা প্রশংসা ও নিন্দার হাতছানির উর্ধ্বে উঠে যায়। তখন সে মানুষের প্রশংসায় আনন্দিত হয় না এবং মানুষের নিন্দায় মনোকষ্ট পায় না। এটি এমন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে বের হতে পরেছে, নজিরবরে ইবাদত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং যার অন্তর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সুমিষ্ট স্বাদ অর্জন করেছে।”[সমাপ্ত][মাদারজিস সালকীন (২/৮)]

- আমল প্রকাশ্যে করার চেয়ে গোপনে করা তার কাছে বেশি পছন্দনীয় হবে।

আসমে বর্ণনা করেন: “আবু ওয়ায়লে যখন নজি বাড়তি নামায পড়তেন তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। কিন্তু কউে তাকে দেখে এমন সময়ে যদি এটি করার জন্য তাকে সমগ্র দুনিয়াও দেওয়া হত তবুও তিনি তা করতেন না।”[হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেন তার ‘আয-যুহদ’ (পৃ. ২৯০) বইয়ে]

- প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির স্থানগুলো থেকে সে দূরে থাকার চেষ্টা করবে; তবে যদি এর মাঝে কোন শরয়ি কল্যাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘যে ব্যক্তি খ্যাতিমান হতে চায় সে আল্লাহর সাথে সৎ নয়।’ [ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন: ৩/২৯৭]

- মানুষকে দেখানোর আমল বাড়িয়ে কথিবা সুন্দরভাবে করবে না।

বলা হয়: ‘ইখলাস হচ্ছে প্রকাশ্যে ও গোপনে বান্দার আমলসমূহ সমান সমান হওয়া। আর লটকিতা হচ্ছে তার প্রকাশ্য অবস্থা গোপন অবস্থার চেয়ে উত্তম হওয়া।’[মাদারজিস সালকীন (২/৯১)]

- নজিকে সবসময় অভিযুক্ত করে যাবে, নজিরে কোনও কৃতিত্ব আছে বলে মনে করবে না। সে এটা জানবে যে সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর। আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে সে ধ্বংস হয়ে যেতে।

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

“যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহলে তোমাদের কউে কখনও পরিশুদ্ধ হতে পারত না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন।”[সূরা নূর: ২১]

- আমল করার পর ঘাটতির কথা অনুভব করে বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে।

সাদী রাহমিহুল্লাহ বলেন: “বান্দার করণীয় হচ্ছে কোনোটো ইবাদত সমাপ্ত হলে আল্লাহর কাছে ঘাটতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। আমল করার তৌফিক লাভের কারণে কৃতজ্ঞতা পোষণ করা। সে ঐ ব্যক্তির মতো হবে না যে মনে করে ইবাদত পূর্ণ করার মাধ্যমে সে আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ করেছে এবং এই ইবাদতের মাধ্যমে সে উঁচু মর্যাদা অর্জন করে ফেলেছে। এমন ব্যক্তি ঘৃণিত হওয়ার উপযুক্ত। অন্যদিকে প্রথম ব্যক্তির (যে কৃতজ্ঞ হয়) আমল কবুল হওয়া এবং সে অন্যান্য আমল করার তৌফিক লাভের উপযুক্ত হয়।”[সমাপ্ত][তাফসীরুস সা’দী: পৃ. ৯২]

- নকে কাজ করার ব্যাপারে আল্লাহর তৌফিক লাভের দরুন আনন্দিত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“বলো: (তা) আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে (এসছে); অতএব তারা যেন এতে আনন্দিত হয়। তারা যা সঞ্চয় করেছে তার চেয়ে তা উত্তম।”[সূরা ইউনুস: ৫৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজি আমলে এগুলো মনে চলে সে ব্যক্তি মুখলসি বা একনষিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা পোষণ করা যায়।

কিন্তু আমল একনষিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য সম্পাদিত হয়েছে এটি অকাট্যভাবে বলা সম্ভবপর নয়। কারণ এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে। কিন্তু বান্দা ইখলাসের উপায়গুলো অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর কাছে নকে আমলের জন্য তৌফিক প্রার্থনা করবে। কিন্তু সে নিজের ব্যাপারে কথিবা অন্য কারো ব্যাপারে ইখলাসের নশ্চয়তা প্রদান করবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।